দৈনিক সংবাদ

JUN 1 1 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ... ৩ ...

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতির বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ

খুলনা থেকে মানিক সাহা ঃ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সায়েন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি স্কুলের ডিন প্রফেসর ড. রেজাউল করিমের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ এবং দুর্ব্যবহারের দু'টি পৃথক অভিযোগ উত্থাপন করেছেন একই স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক।

বহুল আলোচিত এ শিক্ষক নেতার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পর ৪ দলীয় জোট বা সরকার সমর্থিত শিক্ষকরা পরস্পরবিরোধী দু'টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। বিএনপি পন্থী উপাচার্য প্রফেসর এম. আবদুল কাদির ভূঁইয়াও এবার উঠেপড়ে লেগেছেন নিজ দলভুক্ত ওই শিক্ষককে শায়েস্তা করার জন্য। এ কারণে অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সিনিয়র ৫ শিক্ষকের সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি সায়েন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি স্কুলের ছাত্র ভর্তি বিষয়ক ৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটির ৪ জনই উপাচার্য বরাবর এক লিখিতপত্রে ড. রেজাউল করিমের বিরুদ্ধে ছাত্র ভর্তির সময় অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ করেন। ওই কমিটির প্রধান ছিলেন ড. রেজাউল করিম। এছাড়া সংশ্লিষ্ট স্কুলের বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের শিক্ষকরা একযোগে ডিনের দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন বলে অভিযোগ করেন।

জানা যায়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য স্কুলে এবার ভর্তি প্রক্রিয়ায় খরচ হয়েছে গড়ে ১ লাখ থেকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত। সেখানে সায়েন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কেটনোলজি স্কুলের ছাত্র ভর্তিতে ড. রেজাউল করিম খরচ দেখিয়েছেন ২ লাখ ১০ হাজার টাকা। এর ফলে তিনি ছাড়া ভর্তি কমিটির বাকি ৪ সদস্যই ক্ষুব্ধ হন এবং তারা লিখিত অভিযোগ করেন।

জাতীয়তাবাদী বা সরকার সমর্থিত এই শিক্ষক নেতার বিরুদ্ধে স্বয়ং শিক্ষকরা অর্থ আত্মসাৎ ও দুর্ব্যবহারের অভিযোগ আনায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। মাত্র কয়েকদিন আগে এমবিএ কোর্সে ভর্তি প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ এনে ড. রেজাউল করিমের স্ত্রী নাজনীন নাহার এমবিএ ডিসিপ্লিনের প্রধানের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করেন এবং আদালতে নিষেধাজ্ঞার ফলে এমবিএ ক্লাসে ছাত্র ভর্তি বন্ধ রয়েছে। এমবিএ ডিসিপ্লিনের প্রধানও সরকার সমর্থক। ওই ঘটনা থেকে সরকার সমর্থকদের বিভক্তি প্রক্রিয়া জোরদার হয়েছে বলে জানা গেছে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে প্রফেসর এম. আবদুল কাদির ভূঁইয়া যোগদান করেন। এরপর নিয়োগ দেয়া হয় উপ-উপাচার্যকে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক তরুণ প্রফেসরকে উপ-উপাচার্য নিয়োগ করায় ড. রেজাউল করিম ক্ষুব্ধ হয়ে উপাচার্যের দপ্তরে গিয়ে তার সঙ্গে ঝগড়ায় লিপ্ত হন এবং এক পর্যায়ে উপাচার্য তাকে রুম থেকে বের করে দেন। পরবর্তীতে সরকারদলীয় এক সাংসদের হস্তক্ষেপে বিষয়টির মীমাংসা হয় বলে জানা যায়। সেই থেকে একটি গ্রুপ উপাচার্যকে প্রভাবিত করে অনেক অবৈধ নিয়োগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাতে সক্ষম নয়। এতে অন্য শিক্ষকরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন। ড. রেজাউল করিমের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ওই দ্বন্দ্বেরই বহিঃপ্রকাশ বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন।

উপাচার্য লিখিত অভিযোগ পাওয়ার কথা সাংবাদিকদের কাছে স্বীকার করেছেন। তিনি তদন্ত কমিটি গঠনের কথাও জানান। অন্যদিকে ড. রেজাউল করিম তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, একটি মহল তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে।

ছাত্রদের রাজনীতি করার সুযোগ না থাকলেও শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংকীর্ণ রাজনীতির ফলে এ প্রতিষ্ঠানে ক্রমশ উত্তেজনা সৃষ্টি হচ্ছে।